আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: নারায়ণগঞ্জ

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. **আফজাল হোসেন,** সাবেক সাংসদ ও মহাসচিব, নারায়ণগঞ্জ ডায়বেটিক সমিতি *(সভাপতি, আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: নারায়ণগঞ্জ)*

২. **মতিউর রহমান,** সম্পাদক, *প্রথম আলো*

৩. **অ্যাডভোকেট সাখাওয়াৎ হোসেন খান,** সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি, নারায়ণগঞ্জ

৪. **ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী,** সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন

৫. **রুমন রেজা,** সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাব

৬. **আলাউদ্দিন চৌধুরী,** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সরকারি তোলারাম কলেজ

৭. **অ্যাডভোকেট মেরিনা বেগম,** সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

৮. **বুলবুল চৌধুরী,** সাবেক অধ্যাপক, সরকারি তোলারাম কলেজ

৯. **ফরিদা আক্তার,** সমাজকর্মী, বাংলাদেশ মহিলা সংঘ

১০. **আল আমিন,** নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ

১১. **অধ্যাপক রাশিদা আক্তার,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ

১২. **সাদিয়া আফরোজ মুক্তি,** আইনজীবী

১৩. **রানু খন্দকার,** শিক্ষক, এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

১৪. **অনন্যা গোস্বামী,** ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. **মাহমুদুল হাসান মাসুদ,** ছাত্র, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

১৬. **আফরিদা যাহার যূথি,** ছাত্রী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. **খোদেজা খানম নাস্‌রীন,** কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা

১৮. **জাহানারা আক্তার,** প্রধান নির্বাহী, জীবন সন্ধানী সমাজকল্যাণ সংস্থা

১৯. **এম কে মান্নান,** সাংস্কৃতিক সংগঠক

২০. **শেখ হায়দার আলী,** পরিচালক, বিকেএমইএ

২১. **হালিম আজাদ,** সিনিয়র রিপোর্টার, *যুগান্তর*

২২. **কমল কান্তি সাহা,** সিনিয়র শিক্ষক, নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল

২৩. **মোহাম্মদ নবী হোসেন,** পিপি, নারায়ণগঞ্জ

২৪. **খন্দকার আনোয়ার হোসেন,** সহকারী অধ্যাপক, হাজী ইব্রাহীম আলমচান স্কুল ও কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

২৫. **এ কে আজাদ,** উদ্যোক্তা

২৬. **চন্দন শীল,** রাজনৈতিক কর্মী

২৭. **মফিজুল হক,** ছাত্র

২৮. **ফজলুল হক,** সভাপতি, বিকেএমইএ

২৯. **মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী,** বীর বিক্রম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সদস্য, *নাগরিক কমিটি ২০০৬*

৩০. **আহম্মদ হালিম মজহার,** অধ্যক্ষ, হাজী ইব্রাহিম আলমচান স্কুল ও কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

৩১.**মোহাম্মদ জহির উদ্দিন মাস্টার,** মহাসচিব, বাসাশিস ও সমন্বয়কারী, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি

৩২.**ডা. নজরুল ইসলাম,** সভাপতি, প্রগতি সাহিত্য পরিষদ

৩৩.**সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া,** আইনজীবী

৩৪.**আফজাল হোসেন,** জেলা প্রতিনিধি, *ভোরের কাগজ*

৩৫.**মোহাম্মদ আবু আল ইউসুফ খান টিপু,** সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, নারায়ণগঞ্জ

৩৬.**সাইদুর রহমান মোল্লা,** চেয়ারম্যান, সোনারগাঁ পৌরসভা

৩৭.**অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন,** সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা ন্যাপ

৩৮.**রোকন উদ্দিন আহমেদ,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি

৩৯.**সরদার মোহাম্মদ হাবিবউল্যাহ,** সহসভাপতি, সমমনা-সংগঠন, নারায়ণগঞ্জ

৪০.**জামাল উদ্দিন কালু,** খাদ্য ও পুষ্টি সম্পাদক, জেলা বিএনপি, নারায়ণগঞ্জ

৪১.**মাহমুদা মালা,** সভাপতি, যুব মহিলা লীগ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা

৪২.**গোলাম মোস্তফা,** সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ জেলা

৪৩.**অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম চৌধুরী,** ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক

৪৪.**শুক্কুর মাহমুদ,** সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, নারায়ণগঞ্জ জেলা

৪৫.**দুলাল সাহা,** সম্পাদক, সিপিবি, নারায়ণগঞ্জ

৪৬.**তোফাজ্জল হোসেন,** চিফ রিপোর্টার, *দৈনিক সচেতন*

৪৭.**এ বি এম সোহরাব হোসেন,** সভাপতি, পাইকপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ

৪৮.**মোহাম্মদ আব্দুল হাই,** সাবেক সহসভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ

৪৯.**আমির হুসাইন,** জেলা প্রতিনিধি, *সংবাদ*

৫০.**অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ খলিলুর রহমান,** সভাপতি, মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ

৫১.**রিনা আহমেদ,** সহসভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি

৫২.**রকিউর রাব্বি,** সাবেক সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট

৫৩.**আনিসুজ্জামান,** সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, *নাগরিক কমিটি ২০০৬*

৫৪.**গোলাম মোরশেদ ফারুকী,** সাবেক সাংসদ

৫৫.**অ্যাডভোকেট নুরুল কবীর আহ্‌মেদ,** সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ মহানগর ন্যাপ

৫৬.**এ টি এম কামাল,** সাবেক আহ্বায়ক, বিকল্পধারা, নারায়ণগঞ্জ

৫৭.**অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল,** বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

৫৮.**শফিউদ্দিন আহমেদ,** কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

৫৯.**দেলোয়ার হোসেন চুন্নু,** আহ্বায়ক, গণফোরাম, নারায়ণগঞ্জ

৬০.**অ্যাডভোকেট খোকন সাহা,** সাধারণ সম্পাদক, শহর আওয়ামী লীগ, নারায়ণগঞ্জ

৬১.**জান্নাতুল ফেরদৌস,** দপ্তর সম্পাদক, জেলা বিএনপি, নারায়ণগঞ্জ

৬২.**মোহর আলী চৌধুরী,** সাধারণ সম্পাদক, জাসদ (ইনু), নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা

৬৩.**অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ,** সভাপতি, সিপিবি, নারায়ণগঞ্জ

৬৪.**আনোয়ার হোসেন,** সভাপতি, শহর আওয়ামী লীগ, নারায়ণগঞ্জ

৬৫.**মোহাম্মদ সোলেমান চৌধুরী,** সদস্য, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র

৬৬.**মোহাম্মদ মনোয়ারুল হক,** নির্বাহী পরিচালক, ভিইএসডিসি

৬৭.**মোহাম্মদ ফজলুল হক ভূঞা,** আইনজীবী
৬৮.**মোহাম্মদ ইসহাক তালুকদার মেহেদী,** আইনজীবী
৬৯.**আমজাদ হোসেন,** সাংস্কৃতিক সংগঠক
৭০.**মলয় দাস চন্দন,** সাধারণ সম্পাদক, সমমনা
৭১.**ফণীন্দ্র সরকার,** সাধারণ সম্পাদক, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার আন্দোলন বাংলাদেশ
৭২.**মোস্তফা সাইফুল ইসলাম,** কলেজশিক্ষক
৭৩.**এস এম শফিকুল ইসলাম,** সহযোগী অধ্যাপক, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ
৭৪.**মোহাম্মদ রিয়াজুর রহমান তালুকদার,** আইনজীবী
৭৫.**সুভাষ সাহা,** উদ্যোক্তা
৭৬.**অজয় কিশোর মোদক,** আয়কর উপদেষ্টা
৭৭.**সামসুল হক মিন্টু**
৭৮.**আফসার উদ্দিন আহামেদ,** জানিপপ, নারায়ণগঞ্জ
৭৯.**মনির চৌধুরী,** সিনিয়র অফিসার, জনতা ব্যাংক
৮০.**রেখা চৌধুরী,** সহসভাপতি, মহিলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ
৮১.**আনিস আহমেদ,** সভাপতি, আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন ও মাদকবিরোধী কমিটি, পাইকপাড়া ইউনিট, নারায়ণগঞ্জ
৮২.**মোহাম্মদ মাসুদ-উর-রউফ,** আইনজীবী
৮৩.**মোহাম্মদ মোবারক হোসেন রানা,** সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৮৪.**অ্যাডভোকেট এ বি সিদ্দিক,** সাধারণ সম্পাদক, শহর ন্যাপ
৮৫.**অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার,** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৮৬.**ডা. সেলিনা হায়াত আইভী,** চেয়ারম্যান, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা

সমন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূ চ না প র্ব
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০০৬ সালের ২০ মার্চ একটি বড় ধরনের নাগরিক জমায়েতের ভেতর দিয়ে আমরা এই নাগরিক সংলাপের সূত্রপাত ঘটাই। তখন অনেকের কাছেই প্রশ্ন ছিল, কী কারণে এবং কেন আমরা এটা করতে যাচ্ছি। আমরা বলেছিলাম, বিগত ১৫ বছরে গণতন্ত্রের নতুন পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের অর্জন হয়েছে। একদিকে যেমন বড় অর্জন, অপরদিকে সেই রকমই বৈষম্য বেড়েছে। এই কারণে আরও সামনে এগিয়ে চলার সমূহ সম্ভাবনা, সুযোগ থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি আমাদের আগামী দিনের উন্নয়নকে অনেকটাই শঙ্কাকুল করে তোলে। আমাদের হিসাবে ১৫ বছর পরে বাংলাদেশ দারিদ্র্যবিমোচিত একটি মধ্য-আয়ের দেশ, অর্থাৎ এক হাজার ডলার মাথাপিছু জাতীয় আয় নিয়ে দাঁড়ানোটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। কিন্তু এ কাজটা অনেক কঠিন হয়ে উঠছে বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যার কারণে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন সুশাসনের অভাবের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। আমাদের যে সম্পদ আছে সেই সম্পদের দক্ষ, অপচয়হীন, দুর্নীতিমুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ১৫ বছর পর ২০২১ সালে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আসবে, তখন এ দেশের চেহারাটা কী হবে, তা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা দরকার। সামনে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য না থাকলে সেই জাতি অনুপ্রাণিত হয়ে ধাবিত হতে পারে না। সেজন্য জাতীয়ভাবে আমরা একটি চেহারা স্পষ্ট করতে চাইলাম। এটাকেই আমরা রূপকল্প-২০২১ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। আরেকটা বিষয় আমরা চিন্তা করতে চাইলাম। সুশাসন আনতে হলে বাংলাদেশের যেসব প্রতিষ্ঠান সুশাসনকে নিশ্চিত করে সেই সংসদ, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজস্ব বোর্ড, প্রশাসন ইত্যাদিকে দুর্নীতিমুক্ত এবং কার্যকর করতে হবে। আমাদের মনে হয়েছে, এটার সূত্রপাত হতে হবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের যেটা কেন্দ্রভূমি অর্থাৎ জাতীয় সংসদ থেকে নীতিনির্ধারণ এবং তার ভেতরের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনার ভেতর দিয়ে। আমরা তখন মনে করলাম, জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সময়টাতে রাজনীতিবিদেরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় জনগণ ও ভোটারের কথা শুনতে বাধ্য হন। সেজন্যই আমরা এই সময়টিকে বেছে নিয়ে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক ও সাহসী মানুষগুলো যাতে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন, তার জন্য এই আন্দোলনের সূত্রপাত করি।

গত চার মাসের ভেতর দিয়ে আমরা কী পেলাম–এই শেষ সভায় এসে আমার সেটি স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে। আমি মনে করি, সর্ববৃহৎ অর্জন যেটা হয়েছে, বাংলাদেশের যে ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশের নাগরিকেরা যে সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতে চায়, সেই বিশ্বাসকে আমরা গত চার মাসে আরও শক্তিশালী করতে পেরেছি। মানুষের মনে নতুন ভরসা, আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এটা আমাদের একটা বড় অর্জন। দ্বিতীয় অর্জনটি হলো, আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যে শিক্ষিত নাগরিক, সচেতন জনসমাজ আছে, তাদেরকে জাতীয় স্রোতধারায় একত্র করতে পেরেছি। এই একত্র করতে পারার মূল সহায়ক-শক্তি ছিল *প্রথম আলো, ডেইলি স্টার* ও *চ্যানেল আই*। তৃতীয়ত, এই আন্দোলন এবং আপনাদের উপস্থিতির ভেতর দিয়ে রাজনীতির ভেতরে ত্যাগী, ঐতিহ্যবাহী, সৎ ও গণতান্ত্রিক যে ধারাটা ছিল, সেটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। প্রতিটি দলের ভেতর যে মানুষগুলো গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা করেন, যারা দেশকে ভালোবাসেন এবং সেই ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে জীবনকে রাজনীতিতে উৎসর্গ করেছেন, সেই মানুষগুলো এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেশি শক্তিশালী হয়েছেন। এটাই এই আন্দোলনের আরেকটা বড় সাফল্য। আমি স্বীকার করব, আমাদের এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল যে আমরা আরও তৃণমূল পর্যায়ে, গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে এটা নিয়ে যেতে পারিনি। অনেকে আমাদের বলেছেন, আপনারা ভোটারদের কাছে যান। আমরা বলেছি, সেই সাংগঠনিক শক্তি, আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই। কিন্তু আপনারা তো পারেন এটা নিয়ে যেতে। আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটা সংগঠন আছে। আপনারা প্রত্যেকেই সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি। এই দেশের যে সমস্যা, সেটি একক ব্যক্তি, দল বা কোনো সংগঠন সমাধান করতে পারবে না। এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি জাতীয় মতৈক্য এবং আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার পড়বে।

আ লো চ না

মতিউর রহমান

এটি ১৫তম আলোচনা। এর আগে এ রকম ১৪টি সফল আলোচনা হয়েছে দেশের প্রধান শহরগুলোয়। একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই, সিপিডির উদ্যোগে এবং আমাদের সহযোগিতায় যে আলোচনাটি হয়ে গেল সেটি একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে। এর আগে সুশীল সমাজকে নিয়ে এত ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ রকম উদ্যোগ ২০০১ এবং ২০০৩ সালেও আমরা নিয়েছিলাম, তবে এবারের উদ্যোগ তার

চেয়ে অনেক বড়। দেশ আবার নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের অনেক কাজ বাকি। আগামী নির্বাচন নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, উদ্বেগ এবং ভয় আছে। অনেক সময় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নির্বাচন হবে কি না, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না। এসব প্রশ্ন মানুষের ভয়কে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারের মধ্যে নির্বাচনে জেতার জন্য একটা মরিয়া মনোভাব। বিরোধী দলের মধ্যেও নির্বাচনে বিজয়ী হতেই হবে, এ রকম পরিস্থিতি কাজ করছে। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছে, তাতে আমাদের মধ্যে আরও ভয় বেড়েছে। নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব কি না সে ব্যাপারে আমরা কেউ আশাবাদী নই। সেজন্য নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনারকে যেতে হবে বলে দাবি উঠেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে দেশবাসীর মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস রয়েছে। স্বাধীনতার ৩৫ বছর হয়ে গেল, আমাদের স্বপ্ন ছিল–একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক দেশ, বৈষম্যহীন সমাজ পাব। কিন্তু এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, বাংলাদেশের শুরুটা তেমন ভালো হয়নি। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চলেছে। এরপর দেড় যুগের সেনাশাসন আমাদের দেশের মানুষের দুর্গতিকে আরও বৃদ্ধি করেছে। বিগত ১৫ বছর ধরে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। নব্বইয়ের পর তিনটি নির্বাচন হয়েছে। সরকার দলীয়করণ করেছে, দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছে; তারা সংসদ কার্যকর করতে পারেনি। এভাবে দেশ চলতে পারে না। নির্বাচন হচ্ছে, আমরা সরকার পাচ্ছি। কিন্তু সরকার আমাদের উন্নয়ন, অগ্রগতির পথে নিতে পারছে না। এ কথা সত্য যে খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, শিল্প-স্বাস্থ্য-মানব-উন্নয়নে আমাদের বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তার পরও আমরা বলি–দেশ এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। বিগত সরকারগুলোর নানা নীতি-পদক্ষেপ-কর্মকাণ্ড আমাদের নিরুৎসাহিত করেছে এবং দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা চাই, রাজনীতিবিদেরা মানুষের আস্থা অর্জন করুন। সত্যিকার অর্থে তারা মানুষের পাশে থাকুন। সেজন্য আমরা বলি, আসুন সবাই মিলে একটা জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলি, দুর্নীতি কমিয়ে আনি, দলীয়করণ বন্ধ করি, রাজনীতিবিদদের বলি–সন্ত্রাসকে আপনারা মদদ দেবেন না, সন্ত্রাসীদের দলে জায়গা দেবেন না এবং প্রার্থী করবেন না। এ কথা আমরা শুধু বলব না, এ কথা আমরা প্রচার করব, পত্রিকায় প্রকাশ করব। সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ প্রার্থীর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা দেশবাসীকে সচেতন করব।

সবাই মিলে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। সেজন্য আমাদের এ উদ্যোগ, এ আলোচনা, মতবিনিময় অব্যাহত থাকবে। অনেক অপপ্রচার, নিন্দা, আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের কাজ অব্যাহত রাখব। আমরা চেষ্টা করব, দেশের মানুষের বক্তব্যকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। আমরা সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র দেখতে চাই। আজ সিপিডি, *প্রথম আলো, ডেইলি স্টার* ও *চ্যানেল আই* দেশব্যাপী মানুষের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে। মানুষ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। আমাদের সমস্যা–উপযুক্ত ও যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সেই উপযুক্ত ও যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। হয়তো আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। জনমত সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু পরিবর্তন আমাদের আনতে হবে। একটি পত্রিকা হিসেবে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিংবা চ্যানেল হিসেবে এগুলো আমাদের কাজ কি না–আমরা মনে করি সবই আমাদের কাজ।

অ্যাডভোকেট সাখাওয়াৎ হোসেন খান

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৫ বছর আগে। দেশটির এখন যে পর্যায়ে থাকার কথা সেই পর্যায়ে নেই। ১৯৯০ সালের পর দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দুটি ধারার কারণে যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে তার কারণে সেই গণতন্ত্রকে ধ্বংস হতে দেখছি। আগের আন্দোলনগুলোতে

নেতৃত্বদানকারী সুশীল সমাজের মধ্যে একটি বিভক্তি লক্ষ করছি। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। এই বিভক্তির জন্য আমরা লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছি না। এই নাগরিক সংলাপ আরও আগে শুরু করা প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে বিভিক্তির কারণে সুশীল সমাজের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। সিপিডির এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সুশীল সমাজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এই কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী

যখন একটি দল বিজয়ী হয়, পরাজিত শক্তি সব সময় সেটিকে প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত, যেখানে ফলাফল নিয়ে কেউ যেন প্রশ্ন তুলতে না পারে। এজন্য স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান কোনো বিদেশি শক্তি এসে করে দিতে পারবে না। এটা করুক তাও আমরা চাই না।

রুমন রেজা

গত তিনটি নির্বাচনের পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোভী লোকের উদ্ভব হয়, যারা পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে খুবলে খেতে চায়। তাদের লালসার কারণে দেশের জনগণকে খেসারত দিতে হচ্ছে। এই লুটেরাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো উদ্যোগ নেই, কেউ প্রকাশ্যে কথা বলতে চায় না। গত ১০ বছরে নারায়ণগঞ্জে ১০০ কোটি টাকার ঝুট সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে। তাহলে এভাবে সারা দেশে কত টাকা সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে! এগুলো আমরা লক্ষ করি না। গত ১৫ বছরে লুটপাটের হিসাব নেওয়া দরকার। ২০২১ সালে লুটেরামুক্ত বাংলাদেশ চাই।

আলাউদ্দিন চৌধুরী

'রাজনীতি' কথাটির প্রতি আমার অ্যালার্জি আছে। রাজনীতির তত্ত্বটিকে আমি গণনীতি হিসেবে প্রকাশ করতে চাই। এর কারণ হলো রাজনীতি কথাটির মধ্যে একটি দৃঢ়তা এবং ক্রুয়েলটি আছে। রাজনীতিবিদেরা নির্বাচনের সময় সাধারণ মানুষকে কোলবালিশের মতো ধরে বসে, কাজ শেষ হয়ে গেলেই তারা হারিয়ে যায়।

অ্যাডভোকেট মেরিনা বেগম

নারীদের যা-কিছু উন্নয়ন তার সবই নগরভিত্তিক। এ কারণে নারীরা আজও পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের উত্তরণের জন্য নারীকে স্বীকৃতি দিতে হবে। নারীরা স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলে নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঠিক আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে। নারীকে রাজনীতিতে অংশ নিতে হবে এবং নারী যদি সরাসরিভাবে প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিতে পারে তবে দেশ এবং নারীদের উন্নয়ন সঠিকভাবে হবে।

ফরিদা আক্তার

একজন প্রার্থীর প্রতীক নয়, ব্যক্তিত্ব-বিচক্ষণতাই হবে যোগ্যতার মাপকাঠি। যোগ্য সাংসদ হিসেবে তাকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হবে ওরিয়েন্টেশন, ট্রেইনিং এবং ওয়ার্কশপ। ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকারকাঠামো শক্তিশালী করা উচিত। স্থানীয় সরকার থেকে সংসদ পর্যন্ত নারীদের কেবল পদের জন্য পদ দিয়ে নয়, বরং তাদের দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার কাঠামো তৈরি করা উচিত। তাদেরকে

সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত। সংসদে যাদের পাঠানো হবে তাদের বাছাইয়ে সুশীল সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

আল আমিন

যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিংবা দেশ পরিচালনায় যোগ্য নন, তারা পেশিশক্তি অথবা অর্থনৈতিক শক্তির জোরে ক্ষমতায় আসছেন। এ প্রক্রিয়া রোধ করতে কতকগুলো নীতিমালা থাকা উচিত। নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা উচিত। আমি মনে করি, নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, অথবা তাদের যে ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা তারা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ। নির্বাচন কমিশনগুলো সব সময়ই রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে। সরকারি কর্মচারীরা অবসরে যাওয়ার তিন বছর পর নয়, তারা পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না, এমন বিধান থাকা উচিত। ব্যালট পেপারে 'না' ভোটের অপশন থাকা উচিত। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হলে কেন্দ্রীয় নির্বাচনে ক্ষমতা লাভের জন্য তুমুল প্রতিযোগিতা হবে না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ছাড়া সব ক্ষেত্রে জনগণের অবাধ তথ্য জানার অধিকার থাকতে হবে। নির্বাচনে যারা অংশ নেন তাদের উত্থান, প্রকৃত পরিচয় প্রকাশে মিডিয়াকে সক্রিয় হতে হবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

অধ্যাপক রাশিদা আক্তার

নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলো তাদের ইশতেহারে নারীর সম-অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী-উন্নয়ননীতি পুনর্বহাল করবে। সংসদে সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করবে। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কাজের পরিবেশ, কাজের ধরন সুনির্দিষ্ট করবে। দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাবিরোধী, কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপি, গডফাদার, সন্ত্রাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। নারীর ভোটদানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দান এবং তাদের জিতিয়ে আনার পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আপনারা জানেন, এ মুহূর্তে সংসদে নারীরা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। যদিও আসনসংখ্যা সাম্প্রতিককালে বাড়ানো হয়েছে। আগামী সংসদে কি নারীরা আবার পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন? যদিও সব দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল, পরোক্ষ ভোটে হবেন। আমাদের দিক থেকে প্রস্তাব হলো–এবারের সংসদেই প্রত্যক্ষ ভোটে নারীদের নিতে হবে। যদি এ মুহূর্তে না পারেন, প্রথম সংসদে যখন বসবেন তখন দুই বড় দলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আগামী সংসদেই নারীদের নিতে হবে। এবং রাজনীতিবিদদের তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ফজলুল হক

বাংলাদেশ রূপকল্পের অভীষ্ট ১ এবং অভীষ্ট ২ অর্জন করতে না পারলে বাকিগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে কি? এজন্য বাংলাদেশ রূপকল্পকে কয়েকটি ভাগ করার প্রস্তাব করছি। তা না হলে এটি হয়তো রূপকথা হয়ে থেকে যাবে। নাগরিক কমিটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে আগামী নির্বাচন নিয়ে একধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে কি না, তা জানতে চাই। কারণ নাগরিক কমিটির সরবরাহকৃত পুস্তিকায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার লেখায় নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী দেওয়ার একটি পরিকল্পনার কথা বলেছেন, কিন্তু আজ ড. দেবপ্রিয় বলেছেন,

নির্বাচনে তাদের কোনো প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা নেই। আমার মনে হয়, নির্বাচনে যাওয়া উচিত কি না, এ ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়ভীতি কাজ করছে। আমি মনে করি, সুশীল সমাজকে সাহস করে এগিয়ে আসতে হবে। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে আমি ভোট দিতে পারিনি। আমার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। এই নির্বাচন কমিশন দিয়ে স্বচ্ছ কোনো নির্বাচন আশা করা যায় না।

মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী

জনগণের বক্তব্য দেশের রাজনীতিবিদদের অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতার নিচে চাপা পড়ে যায় বলে সেগুলো শুনতে পাওয়া যায় না। দেশ স্বাধীন করাকেই আমাদের গন্তব্য মনে করেছিলাম। এটা যে একটা যাত্রা ছিল সেটি ভুলে গিয়েছিলাম। এই ৩৫ বছরে দেশের রাজনীতি ত্রিভুজের মতো হয়ে গেছে। গণতন্ত্র, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি–এটার নামই রাজনীতি। গণতন্ত্র সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল। আমার মতে একজন যোগ্য প্রার্থী যাচাই হবে তার চরিত্রের ওপরে, যশের ভিত্তিতে নয়। কারণ চরিত্র হচ্ছে তার প্রতিচ্ছবি আর যশ হচ্ছে তার সম্পর্কে অন্যেরা কী ভাবে সেটি। সেই ভাবনাকে সে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ক্ষমতা ছাড়া চরিত্রকে যাচাই করা যায় না। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিদেশিদের হস্ত ক্ষেপকে আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক মনে হয়। এর জন্য দায়ী রুগ্‌ণ রাজনীতি। ২০০৭ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী দেবে। আমার মনে হয় না, যোগ্য প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে আমরা তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারব। আমাদের নিজেদের স্বভাব উন্নত না হলে যোগ্য প্রার্থী হবে না। নির্বাচন সম্পর্কে নানান কথা বলা হয়, তবে আমি একটা কথা বলব–সত্তর সাল থেকে নিয়ে দেশে যতগুলো সাধারণ নির্বাচন হয়েছে তাতে মোটামুটিভাবে দেশের মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। নির্বাচনের পর ফলাফল না মানার মনোভাব দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।

মোহাম্মদ আবু আল ইউসুফ খান টিপু

রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। বর্তমান রাজনীতি রাজনীতিবিদেরা নিয়ন্ত্রণ করছেন না। নিয়ন্ত্রণ করছেন কালো টাকার মালিক এবং দুর্নীতিবাজ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। এজন্যই আজ রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে। মনিটরিং সেল করে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা রাখার সিপিডির অভীষ্টের সঙ্গে আমিও একমত। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাধিকার ও ভোটানুষ্ঠানকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতের যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। এটি একটি রাজনৈতিক অপপ্রচার। সাংসদদের আইন প্রণয়নের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অবশ্যই সম্পৃক্ত থাকতে হবে; না হলে দুর্নীতি আরও বেড়ে যাবে। ঋণখেলাপিদের কোনোমতেই ছাড় দেওয়া উচিত নয়। পাশাপাশি ৫-১০ শতাংশ ঋণ পরিশোধ করে ঋণখেলাপির দায় থেকে মুক্তি পেয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকেও বিরত রাখতে হবে। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের কমপক্ষে ১২ বছর স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি করতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা চাকরি সমাপ্তির ১০ বছর পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

রোকন উদ্দিন আহমেদ

সাধারণ ভোটারদের কাছে যদি এই আলোচনাগুলো যায়, তাহলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হব। মন্ত্রী-সাংসদদের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। দলের মধ্যে এখন নমিনেশন কেনাবেচা হচ্ছে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন লাভের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং জেলাগুলোর নেতৃত্বের সুপারিশ মোতাবেক মনোনয়ন দিতে হবে। সাধারণ নেতা-কর্মীদের মনোনয়ন লাভের পরই তাকে যেন কেন্দ্রীয়ভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

শুক্কুর মাহমুদ

এ দেশের বিচার বিভাগ এবং সরকারের শাসনব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার না করে কোনো চিন্ত াভাবনা করা যাবে না। সংস্কার ছাড়া নির্বাচন করা সম্ভব নয়। নির্বাচনী ব্যবস্থা কোনো বাইবেল বা কোরান নয় যে তা সংস্কার করা যাবে না। এই সংস্কারের দাবি আদায়ের জন্য সুশীল সমাজের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে এর সঙ্গে মেহনতি মানুষকে যুক্ত এবং এর পরিধি বিস্তৃত না করলে সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

রিনা আহমেদ

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা নিয়ে যে পাঁয়তারা চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। নারীসমাজকে কোণঠাসা করার যে পাঁয়তারা চলছে তা জাতীয় উন্নয়ননীতি ২০০৫-এ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালে রাতের অন্ধকারে যে জাতীয় উন্নয়ননীতি করা হয়েছিল, তাতে নারীসমাজের মূল বক্তব্যকে পাশ কাটানো হয়েছে। ফলে এটা পাস করানোর পরপরই নারীসমাজ তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানায়। দেশের মোট ভোটারের অর্ধেকই নারী। তাই নির্বাচনের পাশাপাশি নারীসমাজের অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে।

আনিসুজ্জামান

আমরা কিছু উদ্বিগ্ন নাগরিক এই নাগরিক কমিটির আশ্রয়ে ২০০৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশের রূপরেখার কথা চিন্তা করে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ইতিমধ্যে আমাদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। আমরা কারা, কেন এটা করছি, কী আমাদের স্বার্থ এবং এটা করার কী আমাদের অধিকার। আমাদের সহজ জবাব, নাগরিক হিসেবে দেশের যেকোনো বিষয়ে ভাবার এবং কথা বলার অধিকার আমাদের আছে। রাজনীতি যারা করেন তারা আমাদের ভোট আশা করেন। আমরা তাদের কাছ থেকে কী আশা করি তা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমরা চাই, সামনের নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হোক। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এই দেশে এমন নির্বাচনও হয়েছে যা সম্পন্ন হওয়ার চার মাসের মধ্যেই আবার নতুন করে নির্বাচন করতে হয়েছে। নির্বাচন কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা গ্রহণযোগ্য হয় না, এ সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের ইতিমধ্যেই হয়েছে। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রথম কাজ সুষ্ঠু ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। ভোটার তালিকা প্রণয়ন নিয়ে অনেক হাঙ্গামা হয়েছে। উচ্চতম আদালত পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ভোটার তালিকা সম্পর্কেও নানা রকম প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, কিছু ভোটার হয়তো এই তালিকার বাইরে থেকে যাবেন। কিছু ভোটার বাদ পড়া বা আগে যাদের নাম ছিল তাদের নাম থাকাও বাঞ্ছিত নয়। সুতরাং ভোটার তালিকার ব্যাপারে আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ আছে। যাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তারা অবাধে ভোট দিতে পারবেন কি না, এ নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা আছে। সত্যিকারের ভোটারেরা ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবেন কি না, তাদের পছন্দসই প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন কি না, তারা যে রায়টা দেবেন, নির্বাচনের ফলাফলে সেটা প্রতিফলিত হবে কি না—এই বিষয়গুলো একটি বড় দিক। এ প্রসঙ্গে আমরা নির্বাচন কমিশনের কিছু শক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছি। আমরা এটাও বলেছি, নির্বাচন কমিশন এমন লোকদের নিয়ে হতে হবে, যাদের নিরপেক্ষতা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সন্দেহ থাকবে না। এ প্রসঙ্গে কিছু নির্বাচনী সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।

আমরা নির্বাচনের সময় দেখি, প্রার্থী বা বড় দলগুলো প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সব সময় সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় না। যেমন, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ, প্রচারমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন

এগুলো প্রায় সব দলের নির্বাচনী ইশতেহারে থাকলেও পরে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। কোনো কোনো নেতা বলছেন, তারা এবারই যে এটা করতে পারবেন বা এই সংসদের মেয়াদেই এটা করবেন, এমন কোনো কথা বলেননি। তারা যাতে এটা বাস্তবায়ন করতে পারেন, সেজন্য তাদের আরেকবার নির্বাচিত করার কথা বলে থাকেন তারা। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই থেকে যায়। আর আমাদের জবাবদিহির প্রশ্ন সেখানেই। তারা আগেরবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কতটুকু তারা রক্ষা করেছেন তার জবাবদিহিতা আমরা চাই।

ভোটারেরা যদি প্রার্থী সম্পর্কে এসব তথ্য পান, তাহলে ভোটারদের পক্ষে প্রার্থীর সততা এবং যোগ্যতা বিচার করা সম্ভবপর হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত, কালো টাকার মালিক বা সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্তদের মনোনয়ন না দেওয়া। রাজনীতিবিদদের নিন্দা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এমন রাজনীতিবিদ দেখেছি, যিনি রাজনীতি করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। আবার এমন রাজনীতিবিদ দেখেছি, যিনি নিঃস্ব থেকে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তবে সব সময় সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জিততে সমর্থ হন না। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। জনসাধারণ তাদের চিনে নিতে পারেনি। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা একটি কার্যকর সংসদ দেখতে চাই যে সংসদ ভোটারদের স্বার্থে কথা বলবে, একটা অর্থপূর্ণ উন্নয়নের দিকে যাত্রা করবে।

শিক্ষায়তনে যে অস্থিরতা, সন্ত্রাস থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনে যা-কিছু ঘটছে, এর পেছনে রয়েছে মূল্যবোধের অভাব। এটি আমরা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছি। শিক্ষার সব স্তরে নারী ও পুরুষের ভারসাম্য ও বৈষম্যের অবসান চাই। বস্তুত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ, শহর-গ্রাম, উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর যে বৈষম্য আছে তা দূর হওয়া দরকার। উচ্চতর শিক্ষায় গবেষণা জরুরি।

অ্যাডভোকেট নূরুল কবীর আহ্‌মেদ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আমলা-নির্ভরতা, বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে লিফলেটে বলা হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রথম প্রণীত সংবিধানে এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা আছে। আমরা যদি স্বনির্ভর না হতে পারি, হাত পাতা বন্ধ না করতে পারি, তাহলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। এ ছাড়া একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ টি এম কামাল

যখন দেখি কারও বক্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন বা কাজের কোনো মিল নেই, তখন হতাশ হই। সব দলেই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য নমিনেশন বোর্ড থাকে। তাদের মতোই নাগরিক কমিটি যেন জেলায় জেলায় একটি ছায়া নমিনেশন বোর্ড গঠন করে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর সন্ধান করে।

শফিউদ্দিন আহমেদ

নাগরিক কমিটির আটটি অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতি ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যাদের শ্রমে বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটবে সেই শ্রমিকদের সমস্যা বাদ দেওয়া যায় না। তাদেরকে বাদ দিয়ে সুন্দর সমাজ আমরা আশা করতে পারি না। গার্মেন্টস শ্রমিকেরা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করেছে, কিন্তু সেই চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। নাগরিক সমাজের প্রতি অনুরোধ, আপনারা এ বিষয়টিতে কথা বলুন। বড় দুটি দলের মধ্যে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র নেই। সেখানে গণতন্ত্র চালু করুন। তাহলে যোগ্য প্রার্থীর মনোনয়ন দান সম্ভব হবে।

দেলোয়ার হোসেন চুন্নু

দেশ আজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। জনগণ আজ অর্থবহ পরিবর্তন চায়। রুগ্‌ণ, অসুস্থ রাজনীতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। কালো টাকার মালিক, গডফাদারদের পরিত্যাগ করতে হবে।

অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ

একটু কিছু হলেই আমেরিকা বা অন্য দেশের রাষ্ট্রদূত এসে আমাদের ডিকটেড করে। বিরোধী দল তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা না করে দাঁড়ালে নিজের দেশের স্বাধীনতা, উন্নতি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। একপেশেভাবে রাজনীতিবিদদেরকে দোষারোপ ঠিক নয়, একদল রাজনীতিবিদ আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে দেশকে গড়ে তুলছেন। সিপিডি এবং এখানে উপস্থিত সুধীজনকে সেই রাজনীতিবিদদের দিকে তাকাতে হবে। কানসাট, শনির আখড়া, গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাছে মহা ক্ষমতাধরদের নতজানু হতে হয়েছে। শিক্ষিত মানুষ ওই সাধারণদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ভাবে না। অথচ সাধারণদের দ্বারাই প্রকৃত উন্নতি হয়। তাদেরকে সংগঠিত না করে রাজনীতি করলে তা ব্যর্থ হবে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মানতে হবে।

আনোয়ার হোসেন

সারা বাংলাদেশে এখন মানবতা লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতনের মধ্যে বাংলাদেশে সংলাপের পরিবেশ আছে কি না, সেটিই এখন দেখার বিষয়। রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা এক দিনে নয়। ১৯৭৫ সলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চলছে। আমলা, সামরিকতন্ত্র এবং ভুঁইফোড়দের কাছে রাজনীতি চলে গেছে। স্বাধীনতার আগে ভালো ছাত্রের কাছে ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্ব থাকত। এখন সেটি মাস্তান-ক্যাডারদের কাছে চলে গেছে। সন্ত্রাসী, গডফাদার, চাঁদাবাজদের মনোনয়ন চায় না মানুষ।

অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার

এই সভা খুব সময়োপযোগী। সবার প্রত্যাশা, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এবং ভালো প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বাংলাদেশটি একটি বড় কেক। ৩০০ লোকের জন্য আমরা এটি বানিয়ে দিই এবং তারা এটি স্লাইস করে খায়। ভোটারেরা দেখেন, কে কত টাকার মালিক, কত টাকা সে খরচ করতে পারবে। ভোটারেরাই তো সৎ লোক খোঁজেন না। সারা বছর যে রাজনীতি করে না, দেখা যায়, নির্বাচনে সে দাঁড়িয়ে যায়। আমরা রাজনৈতিক কর্মীরা তো তার পেছনে ঘুরি। জনগণ কেন সিদ্ধান্ত নেয় না যে তারা কোনো দুর্নীতিবাজকে নির্বাচিত করবে না? জনগণের এই মনোভাব বুঝতে পারলে দুর্নীতিবাজদের নমিনেশন দেওয়া হবে না। এখন আইনজীবী সমিতির নির্বাচনেও টাকা দিয়ে ভোট কিনতে হয়। এটা হলে বস্তিবাসী গরিব মানুষ কেন বিনা পয়সায় ভোট দেবে? সিস্টেম নয়, কনসেপ্টে পরিবর্তন আনতে হবে।

ডা. সেলিনা হায়াত আইভী

শক্তিশালী সুশীল সমাজ থাকলে শক্তিশালী সরকার গঠিত হবে। এখানে হরতালের সমালোচনা অনেকে করেছেন। আমি নিজেও অনেক হরতালে কাজ করি। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে হরতাল মানতে হয়। সুশীল সমাজ সোচ্চার হলে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে হরতালের প্রয়োজন হতো না। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দিতে হলে সমাজের সবার সৎ হতে হবে। স্বাধীনতার আন্দোলনগুলোতে রাজনীতিবিদেরাই সব করেছেন। তাদের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম। সেই চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। রাজাকারদের

গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়লে সুশীল সমাজ কেন নিশ্চুপ থাকে? আমরা সাধারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। সমগ্র জাতি দুর্নীতিগ্রস্ত। সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। নারায়ণগঞ্জ শহরের অনেকে আমাকে পছন্দ করেন না। আমার কর্মচারীরা বলেন, এই চেয়ারম্যান আর চাই না। দলের লোকজন বলেন, দরকার নেই, দল থেকে পাস করে দলের কথা বলেন না। একজন মানুষ নির্বাচিত হলে সর্বসাধারণের হয়ে যায়। তখন দলের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। এই মানসিকতা গড়ে না উঠলে দেশ এগোতে পারবে না। কানসাট, ফুলবাড়ীর মতো সারা দেশে জনবিস্ফোরণের সময় এসে গেছে। আসুন, লুটেরাদের দেশছাড়া করি।

আফজাল হোসেন

সন্ত্রাস ও কালো টাকামুক্ত সমাজ এবং সংসদ দেশের সব মানুষের দাবি। রাজনীতিকে এ থেকে মুক্ত করতে হবে। আমরা আশা করি, রাজনৈতিক নেতারা নাগরিক সমাজের দাবিগুলো তাদের দলের ভেতরে উত্থাপন করবেন এবং এ দাবিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। আমরা জানি, অনাহূত ব্যক্তিরাই রাজনীতিকে কলুষিত করছে। রাজনীতি কলুষিত হলে সারা দেশ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। কিন্তু যারা সত্যিকারের রাজনীতিবিদ তারা দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। আমাদের এই সুস্থ ধারার রাজনীতিবিদদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের একত্র করে এই ধারাকে শক্তিশালী করতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এ সুস্থ ধারাকে বেগবান করতে সিপিডি যে উদ্যোগ নিয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়। আমরা এ উদ্যোগের সঙ্গে আছি ও থাকব।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

- নাগরিক সংলাপ আরও অনেক আগে থেকে করা উচিত ছিল, দেরিতে হলেও এটাকে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রাপ্ত সকল প্রস্তাব সরকার ও বিরোধী দলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নির্বাচনের পরও নাগরিক সংলাপ চালু রাখতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ, দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে করে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদের থাকে।
- সর্বত্র দলীয়করণ রোধ করা।
- রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রশসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করতে হবে। আইনজীবীদের নিরপেক্ষ হতে হবে।
- নির্বাচন মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সর্বনিম্ন স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। রাজনীতিবিদদের সংস্কার করতে হবে। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নির্বাচনপূর্ব সময়ে প্রার্থীদের সততা ও যোগ্যতা-সম্পর্কিত তথ্য ভোটারদের অবহিত করতে হবে। ১০ বছর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ছাড়া প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না। প্রার্থীদের নির্বাচনপূর্বকালীন ব্যয় মনিটরিং সেল করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সাংসদদের ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপের মধ্যমে দক্ষ (Expart) করতে হবে।
- একজন প্রার্থীর একাধিক আসনে নির্বাচন না করা, কারণ এতে দেশের অর্থের অপচয় হয় নতুন করে উপনির্বাচন করার কারণে। ভোটারদের দুটি ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা করা, প্রিয় দল ও প্রিয় ব্যক্তিকে। পছন্দের ভিত্তিতে দুজনকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা, যাতে করে কারও মৃত্যুতে পছন্দের দ্বিতীয় জন মৃতের স্থান পূরণ করতে পারেন, এতে করে উপনির্বাচন ব্যয় এড়ানো সম্ভব।
- রাজনৈতিক নেতাদের মৃত্যুবার্ষিকীগুলোতে অফিস-আদালত বন্ধ না রেখে কাজের সময় আরও দুই ঘণ্টা বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ যেসব নেতা দেশের উন্নয়ন করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন,

তাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে অফিস-আদালত বন্ধ রাখা তাদের দেশ উন্নয়নের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শামিল।

- দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে বিদেশিদের সাহায্য নেওয়া উচিত না। দেশের মানুষকে দিয়েই সব ধরনের সমাধান করতে হবে। দেশের সব কর্মকাণ্ড ৫০ ভাগ সরকার এবং ৫০ ভাগ জনগণের সমর্থনের মাধ্যমে সমাধান হওয়া উচিত।
- রাজনীতি নামকরণ পরিবর্তন করে মানবনীতি বা গণনীতিতে রূপান্তর করা উচিত।
- রাজনীতিতে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পদবির জন্য নয়, ক্ষমতা ও দায়িত্বের মাধ্যমে নারী-আসনগুলোর উন্নয়ন করতে হবে। নিঃশর্তভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও সম-অধিকার নির্বাচন ইশতেহারে ঘোষণা করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা হলে রাষ্ট্র দুর্বলভাবে পরিচালিত হয়।
- সুশিক্ষিত ও মেধাবী ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে দিতে হবে, কে যোগ্য প্রার্থী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কী কী। স্কুল-কলেজ থেকে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কার করতে হবে।
- পুলিশ প্রসাশনকে রাজনীতিতে জড়িত করা বন্ধ করতে হবে।
- ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে।
- মধ্যযুগীয় কায়দায় মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে।
- মৌলবাদী রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।
- বড় বড় বোমা হামলার তদন্তে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি।
- বিরোধী দল কখনোই হরতাল করতে পারবে না।
- উন্নয়নমূলক কাজে সাংসদদের সরাসরি অংশগ্রহণ না রেখে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে করা।
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন করা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।
- ছয়টি বিভাগে ছয় দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করা।
- সংসদের মেয়াদ চার বছর করা উচিত। সংসদে ১০টি আসন সুশীল সমাজের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের জন্য কোঠার ব্যবস্থা করতে হবে।